(প্রাথমিক সমবায় সমিতির জন্য উপ-আইনের মডেল)

.... সমবায় সমিতি লিমিটেড

এর

উপ- আইন

.... সমবায় সমিতি লিমিটেড

এর

উপ- আইন

(সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ অনুসারে নিবন্ধনকৃত)

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।- এই উপ-আইন...সমবায় সমিতি লিমিটেড এর উপ-আইন নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই উপ-আইনেঃ

(ক) ''আইন'' বলিতে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ ও উহার পরবর্তী সংশোধনীসমূহ বুঝাইবে এবং ''বিধিমালা'' বলিতে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ ও উহার পরবর্তী সংশোধনীসমূহ বুঝাইবে;

(খ) ''উপ-আইন'' বলিতে এই সমিতির উপ আইন বুঝাইবে।

(গ) ''নিবন্ধক'' বলিতে সমবায় অধিদপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তা এবং নিবন্ধকের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(ঘ) ''সমিতি'' বলিতে পরবর্তীতে এই সমিতিকে বুঝাইবে।

<u>সমিতির নাম ও ঠিকানা</u>

৩। **সমিতির নাম**।- এই সমিতির নামঃ--------------------------------সমবায় সমিতি লিমিটেড।

৪। **সমিতির ঠিকানা**।- (১) সমিতির নিবন্ধনকৃত অফিস হইবেঃ

গ্রামঃ ------------------------ডাকঘরঃ -------------------------

উপজেলাঃ -------------------জেলাঃ.....................

(২) সমিতির ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে নিবন্ধককে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং উপ-আইন সংশোধন করিতে হইবে।

সদস্য নির্বাচনী এলাকা ও কর্ম এলাকা

৫। **সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকা**

---এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৬। **সমিতির কর্ম এলাকা**

--- এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(ক্রমিক নং-৫ ও ৬ সমিতির সাংগঠনিক সভার সিদ্ধামত্মক্রমে হইবে)

সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৭। **সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।-**

(ক) মুখ্য উদ্দেশ্যঃ (১) সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

(২) সরকারি সহযোগিতায় সদস্যদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা।

(৩) সমিতির নির্ধারিত প্রকার ও শ্রেণির উদ্দেশ্যকল্পে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী যে কোন উদ্দেশ্য বাসত্মবায়ন করা।

(৪) সমিতির কর্ম এলাকায় স্থানীয় সংগঠন, কমিটি ও প্রশাসনের সহযোগিতায় সদস্যগণের জীবনমান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

(৫) দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রামত্ম সমিতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ।

(সমিতির সাংগঠনিক সভায় ক্রমিক নং ৩ অথবা প্রয়োজনে অতিরিক্ত ২ টি উদ্দেশ্য নির্ধারণ পূর্বক সংযোজিত হইবে)।

(খ) উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের প্রচলিত আইন প্রতিপালনপূর্বক সমিতি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাসত্মবায়ন করিবে।

৮। **সীলমোহর।-**

ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতি পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ সীলমোহর রাখিবে এবং উহা সম্পাদকের নিকট থাকিবে।

সমিতির সদস্যপদ

৯। **সমিতির সদস্যপদের যোগ্যতা ।-** (১) সমিতির শ্রেণী ও প্রকারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যে সমসত্ম পুরম্নষ ও মহিলা সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকায় বাস করেন এবং ১৮ বৎসর বা তদুর্দ্ধ বয়স্ক তাহারাই এই সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন।

(২) যাহারা সদস্য হইবেন তাহাদের প্রত্যেকেইঃ-

(ক) ...... (..........) টাকা করিয়া ভর্তি ফিস দিতে হইবে;

(খ) ......(............) টাকার অন্তত ০১(এক)টি শেয়ার ক্রয়সহ শেয়ার মূল্যের সমপরিমাণ টাকা সঞ্চয় আমানত হিসাবে জমা দিতে হইবে;

(গ) সদস্যের তালিকা বহিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়া দস্তখত বা টিপসহি দিতে হইবে;

(ঘ) সমিতির উপ-আইনসমূহ মানিয়া চলিবার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।

(ঙ) নতুন সদস্য ভর্তির ÿÿত্রে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(সমিতির সাংগঠনিক সভায় (ক) ও (খ) নির্ধারিত হইবে)।

১০। **সদস্যের মনোনীত ব্যক্তি।-** সমিতির প্রত্যেক সদস্য এমন একজন একক ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন, সদস্যের মৃত্যুর পর অথবা অন্য কোন কারণে সদস্যপদ হারাইলে তাহার অনুপস্থিতে তাহার শেয়ার এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার ও দায় দায়িত্ব অর্জন করিবেন; এই ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোন আইন প্রযোজ্য হইবে না। সদস্য ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে তাহার মনোনয়ন লিখিতভাবে পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারিবেন।

১১। সদস্যপদের অবসান।-নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদের অবসান হইবেঃ-

(ক) সমস্ত শেয়ার বাজেয়াপ্ত বা হস্তান্তরিত হইলে, বা

(খ) সদস্যপদের যোগ্যতা হারাইলে, বা

(গ) সদস্যপদ প্রত্যাহার করিলে, বা

(ঘ) মৃত্যু ঘটিলে, বা

(ঙ) ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সদস্যপদ রহিত হইলে, বা

(চ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হইলে।

১২। **সদস্যপদ প্রত্যাহার।-** কোন সদস্য যদি নিজে অথবা জামিনদার হিসাবে সমিতির নিকট ঋণী না থাকেন তাহা হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট ১ মাসের লিখিত নোটিশ দিয়া সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে সদস্য পদত্যাগীকে সমিতির কোন পাওনা ঋণ বা অগ্রিম

থাকিলে তাহা শেয়ার বা আমানত হইতে কর্তন করিয়া রাখা যাইবে। সদস্যের শেয়ার আমানত কোন সদস্যের নিকট অথবা নতুন কোন সদস্য বরাবর হস্তান্তর করা যাইবে। সমিতি কোন শেয়ার ক্রয় করিবে না।

১৩। সদস্য বহিস্কার ও অপসারণ।-

(১) কোন সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার বিবেচনায় যদি ইচ্ছাপূর্বক আইন, বিধিমালা, উপ-আইন বা সমিতির প্রণীত অন্য কোন নিয়ম লংঘন করেন, তাহা হইলে ৭(সাত) দিনের নোটিশ দিয়া উপ-আইনের বিধান অনুযায়ী তাহাকে জরিমানা, পদচ্যুত বা সদস্যপদ রহিত করা যাইবে।

(২) বাতিলকৃত সদস্যের পাওনা শেয়ার বা আমানত সম্বন্ধে ব্যবস্থাপনা কমিটি যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে। সদস্যপদের যোগ্যতা হারাইলে উক্ত ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপনা কমিটি পরবর্তী সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্যপদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

১৪। সমিতির সদস্যগণের অধিকার ও দায়বদ্ধতাঃ-

(ক) সদস্যের অধিকারঃ- সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৬ হইতে ৪১ পর্যন্ত এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ৮৭ হইতে ৯১ পর্যন্ত কার্যক্রম হইবে।

(খ) সদস্যের দায়ঃ-সমিতির দেনার জন্য সদস্যগণ স্ব-স্ব কর্তৃক ক্রয়কৃত শেয়ারের হার পর্যন্ত দায়ী হইবে।

(গ) প্রতিনিধি মনোনয়নঃ ব্যবস্থাপনা কমিটি এই সমিতির কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমিতিতে সমিতির সদস্যদের মধ্য হইতে একজন সদস্যকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনয়ন দিবেন।

ঘ) সমিতির সদস্যগণকে প্রতিমাসে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পরিমান সঞ্চয় আমানত বাবদ অর্থ সমিতিতে জমা দিতে হবে।

ঙ) প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি সমবায় বর্ষে কমপক্ষে ০১ (এক) টি শেয়ার খরিদ করিতে হইবে।

চ) পর পর ০৩ (তিন) মাস কোন সদস্য সঞ্চয় আমানত জমা প্রদানে ব্যর্থ হইলে বা সমবায় বর্ষের মধ্যে কমপক্ষে ০১ (এক) টি শেয়ার খরিদ করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত সদস্যের সদস্যপদ সাময়িক ভাবে রহিত করা হইবে।

ছ) সদস্যপদ রহিত প্রত্যাহার করিতে হইলে সকল প্রকার বকেয়াসহ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানার অর্থ সমিতিতে জমা দিতে হইবে।

জ) সকল প্রকার বকেয়াসহ জরিমানার অর্থ সমিতিতে জমা প্রদান করা হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত সদস্যের সদস্যপদ বহালের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সদস্যকে জানাইয়া দিবে।

মূলধন সৃষ্টি, ব্যবহার এবং ঋণ আদায়

১৫। মূলধন সৃষ্টির উপায়।- সমবায় আইন, বিধিমালা এবং এই উপ-আইনের বিধান মান্য করিয়া নিম্নলিখিতভাবে সমিতির মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারেঃ

(ক) শেয়ার বিক্রয়;

(খ) সদস্যের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ;

(গ) কেন্দ্রীয় সমিতি, কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ সদস্য ব্যতিত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন আমানত বা ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না;

(ঘ) সরকারি বা অন্যত্র হইতে অনুদান বা ঋণ গ্রহণ;

(ঙ) সম্পত্তি, ব্যবসায়, কারবার বা অন্যান্য আয় হইতে।

১৬। অনুমোদিত শেয়ার মূলধন।-

(ক) সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ .... (.................) টাকা হইবে এবং প্রতি শেয়ারের মূল্য হইবে .... (.........) টাকা। সদস্য ব্যতীত অন্য কেউ শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবেন না।

(খ) কোন সদস্য সমিতির মোট অনুমোদিত শেয়ার মুলধনের(১/২০) অংশের বেশি শেয়ার খরিদ করিতে পারিবে না।

{(ক) অনুচ্ছেদের অংক সাংগঠনিক সভার অনুমোদন মোতাবেক ভিন্নরূপ হইতে পারে}

১৭। সদস্যদের ঋণ গ্রহণের সীমা।-শেয়ার বাবদ প্রদত্ত টাকার ৪০ গুণের অধিক কোন সদস্যই কর্জ পাইবে না। ঋণ গ্রহণের শর্তাবলী সমিতি কর্তৃক ঋণ নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক নীতিমালা মোতাবেক লেনদেন হইবে। সদস্য ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া যাইবে না।

সাধারণ সভা

১৮। সাধারণ সভা।- প্রতি বৎসর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল সদস্য সমন্বয়ে বিধি মোতাবেক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান যথারীত হইবে। বিশেষ কারণে সমিতি বিধি মোতাবেক বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবে।

১৯। সাধারণ সভা অনুষ্ঠান ।- সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ধারা ১৬ হইতে ১৭ পর্যন্ত এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ১৩ হইতে ২১ পর্যন্ত অনুসরণপূর্বক সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভা বা তলবী সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

সমিতির ব্যবস্থাপনা

২০। **ক) ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ** (১) সমিতির পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা ও উপ-আইন মোতাবেক .... সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সাধারণ সভায় সম্পাদনযোগ্য কার্য ব্যতীত সমিতির সকল কার্য উক্ত কমিটি

সম্পাদন করিবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ৩(তিন) বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। তিন বৎসর পূর্তির পূর্বে কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে।.......... সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্যগণ নিম্নলিখিত পদধারী হইবেনঃ-

(১) সভাপতি -১ জন। (৪) কোষাধ্যÿ -১ জন।
(২) সহ-সভাপতি -১ জন। (৫) সদস্য ..... জন।
(৩) সম্পাদক-১ জন।

সমিতির সাংগঠনিক সভায় ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট সদস্য ও পদসমূহ নির্ধারিত হইবে।

(২) নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করা না হইলে মেয়াদ পূর্তির সাথে সাথেই উক্ত কমিটি বিলুপ্ত হইবে এবং নিবন্ধক সমিতির সদস্য বা সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৯০ দিনের জন্য ১টি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ করিবেন।

(৩) নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য সদস্যকে কো-অপ্ট করিয়া শূন্যপদ পূরণ করিবেন।

২১। **ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন পদ্ধতি।-** সমবায় আইনের ধারা ১৮(২) এবং বিধি ২২-৩৬ এর বিধান সাপেক্ষে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সাধারণ সভায় নির্বাচিত হইবেন।

২২। উপ-আইন যাহাই থাকুক না কেন সমিতিতে ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি এবং সমবায় আইনের ৩৪ ধারা অনুযায়ী ধার্যকৃত সমবায় উন্নয়ন তহবিল বকেয়া থাকিলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণকে কোন ভাতা দেওয়া যাইবে না।

২৩। **ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতা।-** ব্যবসহাপনা কমিটি নিম্নরূপ কার্যাদি সম্পন্ন করিতে পারিবেঃ-

(১) নতুন সদস্য ভর্তি,
(২) সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে আইন ও উপ-আইনের বিধান মতে বর্তমান কোন সদস্যকে অপসারণ, বহিস্কার বা সদস্যপদ স্থগিত অথবা জরিমাণা করা।
(৩) তহবিল উন্নীতকরণ,
(৪) তহবিল বিনিয়োগ,
(৫) সমিতির স্বার্থে মামলা দায়ের, পরিচালনা ও আপোষ করা,
(৬) শেয়ার আবেদনপত্র নিষ্পত্তি করা,
(৭) ঋণের আবেদন নিষ্পত্তি এবং তাহার বিপরীতে জামানত নির্ধারণ করা,
(৮) বিশেষ ধরণের কাজের জন্য উপ কমিটি গঠন করা।
(৯) হিসাবসংরÿণ ও হিসাব বিবরণী প্রস্ততকরণ।

২৪। **সভাপতি ও সহ সভাপতির ক্ষমতা ও কর্তব্য।-** আইন ও বিধি অনুযায়ী সমিতির সভাপতি এবং কোন জরুরী অবস্থার প্রেক্ষিতে সভাপতির অনুপস্থিতিতে সমিতির সহ-সভাপতি সমিতির স্বার্থে ঋণ বরাদ্দ ব্যতীত সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন ।

২৫। **সম্পাদকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।-** (ক) সমিতির কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান এবং আলোচ্যসূচি মোতাবেক সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ২৪(চবিবশ) ঘন্টা পূর্বে সদস্যগণকে সভার কার্যক্রম অবহিতকরণ;

(খ) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কোন সদস্যের নিকট সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

(গ) সমিতির দৈনন্দিন অন্যান্য কার্যাদি ।

২৬। **কোষাধ্যÿÿর ÿমতা ও দায়িত্ব ।-** সমিতির সকল আয় ব্যয়ের হিসাব সংরÿণ করিবেন।

২৭। **ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যপদের বিলুপ্তি ও অফিসার অপসারণ।-** ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যের সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবে, যদি-

(ক) উক্ত সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসমূহ বহাল না রাখেন;
(খ) পদত্যাগ করেন;
(গ) মৃত্যুবরণ করেন;

[

২৮। **ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা।-** সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য প্রতি মাসে কমপÿÿ একবার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান করিবে। সভা অনুষ্ঠানের ৭ দিন পূর্বে আলোচ্যসূচিসহ নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে এবং সভা সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে। কমিটির অর্ধেক সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম হইবে। কোন মাসে আল্যেচ্যসূচি না থাকিলে তা লিখিতভাবে সকল সদস্যকে জানাইতে হইবে।

২৯। **সমিতির বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি।-**সমিতির কোন বিরোধ/বিবাদ দেখা গেলে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উহা মীমাংসা/নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উহা নিষ্পত্তির জন্য নিবন্ধক বরাবর উপযুক্ত কোর্ট ফি সংযুক্ত করিয়া সংক্ষুব্ধ পÿ ডিসপুট দায়ের করিতে পারিবেন। বিরোধ নিষ্পত্তিতে সমবায় সমিতি আইনের ধারা ৫০ হইতে ৫২ এবং সমবায় বিধিমালা ১১১ হইতে ১২২ পর্যমত্ম অনুসরণ করিতে হইবে।

৩০। **সম্পত্তি বিক্রয়, বিনিময়ের উপর বিধিনিষেধ।-**সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে নিবন্ধকের অনুমতি ব্যতিত ইহার স্থাবর সম্পত্তি এবং যন্ত্রপাতি বা যানবাহনের ন্যায় সম্পত্তি যাহা সমিতির মূলধনের অংশ তাহা বিক্রয়, বিনিময় বা ৫ (পাঁচ) বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ইজারা প্রদানের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

৩১। **সমিতি অবসায়ন।-** সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ধারা ৫৩ হইতে ৫৮ পর্যমত্ম এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ১১১-১২২ পর্যমত্ম অনুসরণপূর্বক কোন সমবায় সমিতির কার্যক্রম অবসায়নে ন্যসত্ম করা যাইবে।

৩২। **সাধারণ।-**

(ক) যে সকল বিষয় সম্পর্কে এই উপ-আইনগুলিতে কোন নির্দেশ বা বিধান নাই তাহা বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধির নির্দেশ অনুসারে স্থিরীকৃত হইবে এবং যদি আইন ও বিধিতে তাহাদের কোন বিধান না থাকে, তাহা হইলে এই উপ-আইনগুলি অমান্য না করিয়া নিবন্ধকের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটি যেরূপ বিবেচনা করিবেন সেইরূপ বিধান দিবেন;

(খ) এই উপ-আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই উপ-আইনের কোন অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদ সর্বশেষ সংশোধনীসহ বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর কোন ধারা কিংবা বিদ্যমান সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর কোন বিধির সাথে অসংগতিপূর্ণ কিংবা সাংঘর্ষিক প্রমাণিত হইলে তাহা তাৎক্ষণিক বাতিল ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ সমসত্ম বিষয়াবলী বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধি অনুযায়ী নিষ্পন্ন হইবে।

আবেদনকারীরগণের স্বাক্ষর বা টিপসহি

ক্রঃনং	নাম	পিতা/স্বামী	স্বাÿর

সমবায় সমিতি নিবন্ধনের ÿÿত্রে উপস্থাপিত কাগজপত্রের তালিকা ও করণীয়(চেক লিস্ট)।

১। আবেদনপত্র, আবেদনপত্রে সমিতির প্রকারভেদ উলে—খ করিতে হইবে।
২। নিবন্ধন ফি এর ট্রেজারি চালানের মূল কপি।

৩। সকল কাগজপত্র যথাযথ কর্তৃপÿ কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।
৪। সমিতির সংগঠকের নাম ও ঠিকানা।
৫। উপ-আইনে স্বাÿরকারীদের জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি অথবা ইউপি চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদের কপি।
৬। উপ-আইনে স্বাÿরকারী সদস্যের ১ প্রস্থ সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও সদস্যদের মোবাইল/ফোন নম্বর।
৭। বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সরকারের নির্দেশনা পালনের অঙ্গীকারনামা (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক)।
৮। সাংগঠনিক সভার গুরুত্ব থেকে আবেদনের তারিখ পর্যমত্ম জমা খরচ হিসাব।
৯। আগামী ০২(দুই) বছরের বাজেট।
১০। সমবায় সমিতি নিবন্ধন নীতিমালা/০৮ মোতাবেক একই এলাকায় এই নামে অন্য কোন সমবায় সমিতি নাই বা অন্য কোন সমিতির সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাত হবে না মর্মে প্রত্যয়ন পত্র থাকিতে হইবে। সমিতি কোন প্রতিষ্ঠানের অংগপ্রতিষ্ঠান বা সমিতির কোন অংগপ্রতিষ্ঠান থাকিতে পারিবে না।
১১। প্রসত্মাবিত উপ-আইনের ০৩ (তিন) কপি।
১২। সাংগঠনিক সভার কার্যবিবরণী।
১৩। জমা-খরচ বিবরণীর সাথে শেয়ার ও সঞ্চয় খাতের তালিকা এবং হসেত্ম মজুদ সংরÿণ বিষয়ে প্রত্যয়ন থাকিতে হইবে।
১৪। পেশাজীবী সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে সংশিষ্ট পেশার সনদ (উপর্যুক্ত কর্তৃপÿ কর্তৃক প্রদত্ত) দাখিল করিতে হইবে।
১৫। সমিতি নিবন্ধনের পর ২ মাসের মধ্যে জাতীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ এর কোন শাখায় অথবা যে কোন তফসিলি ব্যাংকে সমিতির নামীয় হিসাব খোলার অঙ্গীকার থাকিতে হইবে।
১৬। সাংগঠনিক পর্যায়ের জমাখরচ বহি, সদস্য রেজিস্টার, শেয়ার ও সঞ্চয় রেজিস্টারের ফটোকপি সংযোজন করিতে হইবে।
১৭। সংশিষ্ট নিবন্ধক প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজপত্র চাহিতে পারিবেন।
১৮। কাগজপত্র যথাসম্ভব একই মাপের প্রস্তুত করিতে হইবে। কাটাকাটি, ঘষামাজা এবং ফ্লুইড ব্যবহার বর্জনীয়।

.... সমবায় সমিতি লিমিটেড

এর

উপ- আইন

.... সমবায় সমিতি লিমিটেড

এর

উপ- আইন

(সমবায় সমিতি আইন ২০০১ অনুসারে নিবন্ধনকৃত)

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম** ঃ এই উপআইন.. সমবায় সমিতি লিমিটেড এর উপআইন নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞাঃ** বিষয় বা প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই উপ-আইনেঃ

(ক) ''আইন'' বলিতে সমবায় সমিতি আইন ২০০১ ও উহার পরবর্তী সংশোধনীসমূহ বুঝাইবে এবং ''বিধিমালা'' বলিতে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ ও উহার পরবর্তী সংশোধনী সমূহ বুঝাইবে;

(খ) ''উপ আইন'' বলিতে এই সমিতির উপ আইন বুঝাইবে।

(গ) ''নিবন্ধক'' বলিতে সমবায় অধিদপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তা এবং নিবন্ধকের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(ঘ) ''সমিতি'' বলিতে পরবর্তীতে এই সমিতিকে বুঝাইবে।

সমিতির নাম ও ঠিকানা

৩। সমিতির নাম- এই সমিতির নামঃ-------------------------------------সমবায় সমিতি লিমিটেড।

৪। **সমিতির ঠিকানা-** (১) সমিতির নিবন্ধনকৃত অফিস হইবেঃ-

গ্রাম- -------------------------ডাকঘরঃ -------------------------

উপজেলাঃ -------------------জেলাঃ......................

(1) সমিতির ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধামত্মক্রমে নিবন্ধককে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে এবং উপ-আইন সংশোধন করিতে হইবে।

সদস্য নির্বাচনী এলাকা ও কর্মএলাকা

৫। সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকা

---এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৬। সমিতির কর্ম এলাকা

-- এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(ক্রমিক নং-৫ ও ৬ সমিতির সংগঠনিক সভার সিদ্ধামত্মক্রমে হবে)

সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৭। **(১) সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।**

(ক) মুখ্য উদ্দেশ্যঃ (১) সমবায় সমিতি সংগঠনের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

(২) সরকারী সহযোগীতায় সদস্যদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করা।

(৩) সমিতির নির্ধারিত প্রকার ও শ্রেণীর উদ্দেশ্য কল্পে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী যে কোন উদ্দেশ্য বাসত্মবায়ন করা।

(৪) সমিতির কর্ম এলাকায় স্থানীয় সংগঠন, কমিটি ও প্রশাসনের সহযোগিতায় সদস্যগণের জীবনমান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

(৫) দারিদ্র বিমোচন সংক্রামত্ম সমিতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ।

(সমিতির সংগঠনিক সভায় ক্রমিক নং ৩ অথবা প্রয়োজনে অতিরিক্ত ২ টি উদ্দেশ্য নির্ধারন পূর্বক সংযোজিত হবে)।

(2) উপরোল্লেখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের প্রচলিত আইন প্রতিপালন পূর্বক সমিতি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাসত্মবায়ন করিবে।

সমিতির সদস্যপদ

৮। **সমিতির সদস্যপদের যোগ্যতাঃ** (১) সমিতির শ্রেণী ও প্রকারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যে সমসত্ম পুরম্নষ ও মহিলা সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকায় বাস করেন এবং ১৮ বৎসর বা তদুর্দ্ধ বয়স্ক তাহারাই এই সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন।

(২) যাহারা সভ্য হইবেন তাহাদের প্রত্যেকেইঃ-

(ক) ৫০/= (পঞ্চাশ) টাকা করিয়া ভর্তি ফিস দিতে হইবে;

(খ) ৫০ টাকার অন্তত ০১(এক)টি শেয়ার ক্রয় সহ শেয়ার মূল্যেও সমপরিমাণ টাকা সঞ্চয় আমানত হিসাবে জমা দিতে হইবে;

(গ) সভ্যের তালিকা বহিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়া দস্তখত বা টিপসহি দিতে হইবে;

(ঘ) সমিতির উপ-আইন সমূহ মানিয়া চলিবার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।

(ঙ) নতুন সদস্য ভর্তির ÿ ÿত্রে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(সমিতির সংগঠনিক সভায় (ক) ও (খ) নির্ধারিত হইবে)।

৯। **সভ্যের মনোনীত ব্যক্তিঃ-**সমিতির প্রত্যেক সদস্য এমন একজন একক ব্যক্তি কে মনোনীত করিবেন। সদস্যের মৃত্যুর পর অথবা অন্য কোন কারণে সদস্যপদ হারাইলে তার অনুপস্থিতে তাহার শেয়ার এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার ও দায় দায়িত্ব অর্জন করিবেন; এই ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোন আইন প্রযোজ্য হইবে না। সদস্য ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে তাহার মনোনয়ন লিখিতভাবে পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারিবেন।

১০। সদস্যপদের অবসান।-নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদের অবসান হইবেঃ-

(ক) উপ-আইন অনুসারে সমস্ত শেয়ার বাজেয়াপ্ত বা হস্তান্তরিত হইলে, বা

(খ) সদস্যপদের যাগ্যতা হারাইলে,

(গ) সদস্য পদ প্রত্যাহার করিলে, বা

(ঘ) মৃত্যু ঘটিলে, বা

(ঙ) ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক বিতারিত হইলে, বা

(চ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত বা মসিত্মস্ক বিকৃত ঘটিলে।

১১। সদস্যপদ প্রত্যাহার।-কোন সদস্য যদি নিজে অথবা জামিনদার হিসাবে সমিতির নিকট ঋণী না থাকেন তাহইলে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট ১ মাসের লিখিত নোটিশ দিয়া সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে সদস্য পদত্যাগীকে সমিতির কোন পাওনা ঋণ বা অগ্রিম থাকিলে তাহা শেয়ার বা আমানত হইতে কর্তন করিয়া রাখা যাইবে। সদস্যের শেয়ার আমানত কোন সদস্যের নিকটঅথবা নতুন কোন সদস্য বরাবর হসত্মামত্মর করা যাইবে। সমিতি কোন শেয়ার ক্রয় করিবে না।

১২। সদস্য বহিস্কার ও অপসারণ।-

(১) কোন সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার বিবেচনায় যদি ইচ্ছা পূর্বক আইন, বিধিমালা, উপ-আইন বা সমিতির প্রণীত অন্য কোন নিয়ম লংঘন করেন, তাহা হইলে ৭(সাত) দিনের নোটিশ দিয়া উপ-আইনের বিধান অনযায়ী তাহাকে জরিমানা, পদচ্যুত বা বিতারিত করা যাইবে।

(২) বাতিলকৃত সদস্যের পাওনা শেয়ার বা আমানত সম্বন্ধে ব্যবস্থাপনা কমিটি যথাযথ সিদ্ধামত্ম গ্রহণ করিতে পারিবে। সদস্যপদের যোগ্যতা হারাইলে উক্ত ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপনা কমিটি পরবর্তী সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেÿ ÿ সদস্যপদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

১৩। সমিতির সদস্যগণের অধিকার ও দায়বদ্ধতা।-

(ক) সদস্যের অধিকারঃ- সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ধারা ৩৬ হইতে ৪১ পর্যমত্ম এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ এর বিধি ৮৭ হইতে ৯১ পর্যমত্ম কার্যক্রম হইবে।

(খ) সভ্যেয় দায়ঃ-সমিতির দেনার জন্য সদস্যগণ স্ব-স্ব কর্তৃক খরিদকৃত শেয়ারের হার পর্যন্ত দায়ী হইবে।

(গ) প্রতিনিধি মনোনয়নঃ ব্যবস্থাপনা কমিটি এই সমিতির কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমিতিতে সমিতির সদস্যদের মধ্য হইতে একজন সদস্যকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনয়ন দিবেন।

মূলধন সৃষ্টি, ব্যবহার এবং কর্জ আদায়

১৪। মূলধন সৃষ্টির উপায়।- সমবায় আইন, বিধিমালা এবং এই উপ-আইনের বিধান মান্য করিয়া নিম্নলিখিতভাবে সমিতির মূলধন সংগ্রহ করা যাইতে পারে;

(ক) শেয়ার বিক্রয়;

(খ) সদস্যের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ;

(গ) কেন্দ্রীয় সমিতি, কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কর্জ গ্রহণ সদস্য ব্যতিত কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন আমানত বা ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(ঘ) সরকারী বা অন্যত্র হইতে অনুদান বা ঋণ গ্রহণ;

(ঙ) সম্পত্তি, ব্যবসায়, কারবার বা অন্যান্য আয় হতে;

১৫। অনুমোদিত শেয়ার মূলধন।-

(ক) সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১০,০০,০০০/= (দশ লÿ) টাকা হইবে এবং প্রতি শেয়ারের মূল্য হইবে ৫০/= (পঞ্চাশ) টাকা। সদস্য ব্যতিত অন্য কেউ শেয়ার খরিদ করিতে পারিবে না।

(খ) কোন সদস্য সমিতির মোট অনুমোদিত শেয়ার মুলধনের(১/২০) অংশের বেশী শেয়ার খরিদ করিতে পারিবে না।

{(ক) অনুচ্ছেদের অংক সংগঠনিক সভার অনুমোদন মোতাবেক ভিন্নরূপ হইতে পারে}

১৬। **সদস্যদের ঋণ গ্রহণের সীমা**।-শেয়ার বাবদ প্রদত্ত টাকার ৪০ গুণের অধিক কোন সদস্যেই কর্জ পাইবে না। ঋণ গ্রহণের শর্তাবলী সমিতি কর্তৃক ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন পূর্বক নীতিমালা মোতাবেক লেনদেন হইবে। সদস্য ব্যতিত কোন ব্যক্তিকে ঋণ দেয়া যাইবে না।

সাধারণ সভা

১৭। সাধারণ সভা।- প্রতি বৎসর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল সদস্য সমন্বয়ে বিধি মোতাবেক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করবেন। বিশেষ কারনে সমিতি বিধি মোতাবেক বিশেষ সাধারন সভা আহ্বান করিতে পারিবে।

১৮। সাধারণ সভা অনুষ্ঠানঃ সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ধারা ১৬ হইতে ১৭ পর্যমত্ম এবং সমবায়ু বিধিমালা ২০০৪ এর বিধি ১৩ হইতে ২১ পর্যমত্ম অনুসরন পূর্বক সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভা বা তলবী সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

সমিতির ব্যবস্থাপনা

১৯। ক) ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ (১) সমিতির পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা ও উপ-আইন মোতাবেক .... সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সাধারণ সভায় সম্পাদনযোগ্য কার্য ব্যতীত সমিতির সকল কার্য উক্ত কমিটি সম্পাদন করিবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ৩(তিন) বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। তিন বৎসর পূর্তির পূর্বে কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।........... সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্যগণ নিম্নলিখিত পদধারী হইবেনঃ-

(১) সভাপতি........১ জন। (৪) কোষাধ্যÿ.....১ জন।

(২) সহ-সভাপতি ..১ জন। (৫) সদস্য...........১ জন।

(৩) সম্পাদক........১ জন।

সমিতির সংগঠনিক সভায় ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট সদস্য ও পদ সমূহ নির্ধারিত হইবে।

(২)নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করা না হইলে মেয়াদ পূর্তির সাথে সাথেই উক্ত কমিটি বিলুপ্ত হইবে এবং নিবন্ধক সমিতির সদস্য বা সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৯০ দিনের জন্য ১টি অমত্মবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ করিবেন।

(৩) নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যের পদ কোন কারনে শূন্য হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য সদস্যকে কো-অপ্ট করিয়া শূন্যপদ পূরণ করিবেন।

২০। ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন পদ্ধতি।- সমবায় আইনের ধারা ১৮(২) এবং বিধি ২২-৩৬ এর বিধান সাপেক্ষে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সাধারণ সভায় নির্বাচিত হইবেন।

২১। উপ-আইন যাহাই থাকুক না কেন সমিতিতে ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি এবং সমবায় আইনের ৩৪ ধারা অনুযায়ী ধার্যকৃত সমবায় উন্নয়ন তহবিল বকেয়া থাকিলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণকে কোন ভাতা দেওয়া যাইবে না।

২২। ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতা।- ব্যবসহাপনা কমিটি নিম্নরূপ কার্যাদী সম্পন্ন করিতে পারিবেঃ-

(১) নতুন সদস্য ভর্তি,

(২) সাধারণ সভার অনুমোদক্রমে আইন ও উপ-আইনের বিধান মতে বর্তমান কোন সদস্যকে অপসারণ, বহিস্কার বা সদস্যপদ স্থগিত অথবা জরিমানা করা।

(৩) তহবিল উন্নিত করণ,

(৪) তহবিল বিনিয়োগ,

(৫) সমিতির স্বার্থে মামলা দায়ের, পরিচালনা ও আপোষ করা,

(৬) শেয়ার আবেদনপত্র নিষ্পত্তি করা,

(৭) ঋণের আবেদন নিষ্পত্তি এবং তৎবিপরীতে জামানত নির্ধারণ করা,

(৮) বিশেষ ধরণের কাজের জন্য উপ কমিটি গঠন করা।

(৯) হিসাব সংরÿন ও হিসাব বিবরনী প্রস্তুতকরণ।

২৩। সভাপতি ও সহ সভাপতির ক্ষমতা ও কর্তব্য।- আইন ও বিধি অনুযায়ী সমিতির সভাপতি এবং কোন জরুরী অবস্থায় প্রেক্ষিতে সভাপতির অনুপস্থিতে সমিতির সহ সভাপতি সমিতির স্বার্থে ঋণ বরাদ্ধ ব্যতীত সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন ।

২৪। সম্পাদকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।-(ক) সমিতির কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান এবং আলোচ্যসূচী মোতাবেক সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ২৪(চবিবশ) ঘন্টা পূর্বে সদস্যগণকে সভার কার্যক্রম অবহিতকরণ;

(খ) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কোন সদস্যের নিকট সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

(গ) সমিতির দৈনন্দিন অন্যান্য কার্যাদি ।

২৫। কোষাধ্যÿ ÿর ÿমতা ও দায়িত্বঃ সমিতির সকল আয় ব্যয়ের হিসাব সংরÿন করিবেন।

২৬। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যপদের বিলুপ্তি ও অফিসার অপসারণ।- ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যের সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবে যদিঃ-

(ক) উক্ত সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসমূহ না রাখেন;

(খ) পদত্যাগ করেন;

(গ) মৃত্যু বরন করেন;

[

২৭। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা।-সমিতির কার্যপরিচালনার জন্য প্রতি মাসে কমপÿ ÿ ১বার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান করিবে। কোন মাসে আল্যেচ্যসূচী থাকিলে তা লিখিত ভাবে সকল সদ্যকে জানাইতে হইবে। সভা অনুষ্ঠানের ৭ দিন পূর্বে আলোচ্যসূচীসহ নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে এবং সভা সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে। কমিটির অর্ধেক সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম হইবে।

২৮। সমিতির বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি।-

সমিতির কোন বিরোধ/বিবাদ দেখা গেলে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উহা মীমাংসা/নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উহা নিষ্পত্তির জন্য নিবন্ধক বরাবর উপযুক্ত কোর্টফি সংযুক্ত করিয়া সংক্ষুব্ধ পÿ ডিসপুট দায়ের করিতে পারিবেন। বিরোধ নিষ্পত্তিতে সমবায় সমিতি আইনের ধারা ৫০ হইতে ৫২ এবং সমবায় বিধিমালা ১১১ হইতে ১২২ পর্যমত্ম অনুসরন করতে হইবে।

২৯। সম্পত্তি বিক্রয়, বিনিময়ের উপর বিধিনিষেধ।-

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণ সভার অনুমোদক্রমে নিবন্ধকের অনুমতির পর ইহার স্থাবর সম্পত্তি এবং যন্ত্রপাতি বা যানবাহনের ন্যায় সম্পত্তি যাহা সমিতির মূলধনের অংশ তাহা বিক্রয়, বিনিময় বা ৫ (পাঁচ) বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ইজারা প্রদানের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

৩০। সীলমোহর।-

ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতি পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ সীলমোহর রাখিবে এবং উহা সম্পাদকের নিকট থাকিবে।

৩১। সমিতি অবসায়ন-সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ধারা ৫৩ হইতে ৫৮ পর্যমত্ম এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এর বিধি ১১১-১২২ পর্যমত্ম অনুসরন পূর্বক কোন সমবায় সমিতিতে কার্যক্রম অবসায়নে ন্যাসত্ম করা যাই।

৩২। সাধারণ।-

(ক) যে সকল বিষয় সম্পর্কে এই উপ-আইন গুলিতে কোন নির্দেশ বা বিধান নাই তাহা বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধির নির্দেশ অনুসারে স্থিরিকৃত হইবে এবং যদি আইন ও বিধিতে তাহাদের কোন বিধান না থাকে, তাহা হইলে এই উপ-আইন গুলি অমান্য না করিয়া নিবন্ধকের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটি যেরূপ বিবেচনা করিবেন সেইরূপ বিধান দিবেন;

(খ) এই উপ-আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই উপ-আইনের কোন অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদ বিদ্যামান সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর কোন ধারা কিংবা বিদ্যামান সমবায় সমিতি বিধিমালা, এর কোন বিধির সাথে অসংগতিপূর্ণ কিংবা সাংঘর্ষিক প্রমানিত হইলে তাহা তাৎক্ষনিক বাতিল ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ সমসত্ম বিষয়াবলী সমবায় বিদ্যমান আইন ও বিধি অনুযায়ী নিষ্পন্ন হইবে।

আবেদনকারীরগণের স্বাÿর বা টিপসহি			
ক্রঃনং	নাম	পিতা/স্বামী	স্বাÿর